গৃহলক্ষ্মীর বাজার

আবদুর রউফ চৌধুরী

বাজার করা। এ-কাজটি পাকাপুক্তভাবে পারেন বটে আমার গৃহলক্ষ্মী। যতই বলি আমার পকেট টনিক শূন্য, ততই ওর সপিং করার শখ চাপে, টাকা আমাকে যোগাড় করে দিতেই হয়, হোক-না সে যেকোনও উপায়ে, কোনওরকম যুক্তি তর্কই তখন আর টেকে না। একটা ইউকেন্ড, বেশি হয় দুটো, তৃতীয় ইউকেন্ডে আর রক্ষা নেই। সীতা যেন স্বয়ং অগ্নিখণ্ডে দণ্ডায়মান, ইজরাফিলের হুঙ্কার, আকাশ-বাতাস কম্পান্বিত, এই বুঝি এই বুঝি মহাপ্রলয় শুরু হতে চলেছে। কে ঠেকিয়ে রাখবে! শুধু কী টাকা যোগার। অন্য-একটা সমস্যাও আছে বটে। বাজার করবেন গৃহলক্ষ্মী আর সঙ্গে যেতে হবে আমাকে। ওর বাজার করার কথাটা শুনলেই আমার মাথা ঘুরতে শুরু করে, আকাশ ভেঙে পড়ে, যতই বই আর লেখার স্তূপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করি না কেন, অগ্নিশর্মার অগ্নিবাণ থেকে বেরিয়ে আসা ভীষণ ভয়ঙ্কর জিনিশ; প্রথমে শুরু হয় বাক্যবাণ, 'আমাকে তা হলে বিয়ে করেছিলে কেন? এরকম স্বভাবের লোকের হাতে কেন যে আমার বাবা-মা আমাকে না-বুঝে অর্পণ করেছিলেন? আমারই ভাগ্য! মা-বাবা কী আমার জন্য আর লোক পাননি। লোকের অকাল পড়ে ছিল! শেষপর্যন্ত তোমার মত লোকের পাল্লায় আমাকে পড়তে হল।' ইত্যাদি, ইত্যাদি। তারপর বর্ষার উত্থাল-পাথাল সমুদ্র যেন, কথা নেই, বার্তা নেই, শুধু অভিমান, একরকম গুম। অনেক চেষ্টা করে যখন অভিমানের কালো ছায়াটি সরিয়ে আনি তখন গৃহলক্ষ্মী চোখে আঁচল চেপে বলবেন, 'তোমার মত সুন্দর করে কে বাজার করতে পারে! তুমি সঙ্গে থাকলে আমি মনে বল পাই।' কী মিষ্টি, কী মিহিন কণ্ঠস্বর আমার গৃহলক্ষ্মীর। আহা সবসময় যদি এরকম থাকত। এরপরে আমি আর কী বলতে পারি? বীরের মত ওর সঙ্গে বাজারাভিমুখে সবেগে ধাবিত হওয়া ছাড়া আর কী-ই করতে পারি!

বাজার করতে যাওয়ার দিনটিতে সকাল থেকে বাড়িতে সাজ-সাজ রব। সকালের চা-নাস্তা তৈরি করতে ওর সঙ্গে আমাকেও রান্নাঘরে উপস্থিত হতে হয়। বিলেতের স্বামীরা স্ত্রীকে ব্রেকফাষ্ট তৈরি করতে কীভাবে সাহায্য করে, সে-সম্বন্ধে আমার গৃহলক্ষ্মী জ্ঞান দিতে ভুললেন না। গৃহলক্ষ্মী বললেন, 'তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়েকে খাইয়ে-দাইয়ে দাও। যত তাড়াতাড়ি খাওয়াবে তত শীঘ্রই বেরুতে পারব। দুপুরের জন্য চিন্তা করতে হবে না। সে ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। আর আমরা দুজনে একত্রে যখন বেরুচ্ছি তখন বাইরে কোথাও বসে নিরিবিলি দুটো মুখে দিলেই সব চুকে যাবে।' সবকিছু সম্পাদন করে কিংক্রস পাতাল স্টেশনে পৌঁছি। খোলা কাউন্টারে গিয়ে দুটো ট্রাভেল কার্ড কিনে মেট্রোপলিটেন লাইন ধরে সোজা অলগেইট ইস্ট স্টেশনে আসি। তারপর ডিস্ট্রিক্ট লাইন ধরে আপটন পার্ক। গ্রিন লেইন পৌঁছে আমি একটি যুদ্ধ জয়ের আনন্দ উপভোগ করি, পাতালপুরীর কোনও কাঞ্চনবালার সঙ্গে মোলাকাত না হওয়াতে। আজকাল এ-বাজারে বেশ লোকের ভিড় জমে, কত যে দোকান তার হিশেব নেই, তার উপর রাস্তার ব্যাপারি, শাকসবজি ও ফলমূলের দোকান, দেশী-বিদেশী মাছের দোকান, ফুলের দোকান, টাটকা সবরকম সরঞ্জাম আশপাশের এলাকা থেকে নিয়ে আসে দোকানিরা। ওষুধের দোকান, শাড়ি-জামার দোকান,

স্বর্ণের দোকান তারই পেছনে; মানে বাড়িঘর যে সারিতে সেই সারিতে। সবকিছুই প্রায় পাওয়া যায় এ-বাজারে। গ্রিন স্ট্রিটে পা দিতেই গৃহলক্ষ্মীর ভিতর থেকে এক সত্যিকার নারী বেরিয়ে আসে। হরেকরকম বিপণী, আলোর ঝলকানি যেন। গবাক্ষ-কেসগুলো ঝলমল করছে নানা-ধরনের পোশাকে, আশাকে। সাজানো হয়েছে চমৎকার করে। এমনি-এমনিই চোখ টানে। তার উপর বিরাট-বিশাল সেইলের বিজ্ঞাপন ঝোলানো হয়েছে। বিশেষ ডিসকাউন্ট। সেইল! সেইল! সেইল! সম্মোহনী মন্ত্রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে গৃহবধূর পালকে। যেন শ্যামের বাঁশি শুনে দিশেহারা গোপীর দল। নিজের এবং বাড়ির বড় থেকে ছোট সকলের যা-কিছু প্রয়োজন ঠিক এইসময়ে সব এসে ভিড় করেছে গৃহলক্ষ্মীর মাথায়। যত রাজ্যের যত দোকান! তাদের মধ্য-থেকে বেছে-বেছে একটি মানানসই দোকান দেখে ঢুকে পড়লেন গৃহলক্ষ্মী। ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে বললেন, 'দেখ, দেখ, কী মনোরম সব!' গৃহলক্ষ্মী আমার উত্তরের অপেক্ষা না-করেই ঝুঁকে পড়লেন স্তূপীকৃত জামা কাপড়ের উপর। অসহায় ভাবে পিছনে দাঁড়িয়ে সাক্ষী কৃষ্ণ আমি চোখে সরষে ফুল দেখি। দাম্পত্য জীবনে গৃহলক্ষ্মীর কথাই বেদবাক্য। এ-কোন স্বামী না জানেন! অতএব চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না। দোকান থেকে কিছু কেনাকাটা না-করে কী খালিহাতে বেরুনো যায়! একের-পর-এক জিনিশ কিনে পর্বত-সমান বোঝাটি আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গৃহলক্ষ্মী বেরিয়ে এলেন। অবশ্য গুনগুন করে তার স্বগতোক্তি চলতেই লাগল, 'ইস বড্ড খরচ হয়ে গেল। যাকগে, এ-মাসে বাড়ির খরচটা...।' কেবল নিজের জন্যেই গৃহলক্ষ্মী জিনিশপত্র কিনলেন সেটা ত নয়, হলে দেখতে-শুনতে ভালোই দেখাত, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বলে ত একরকম জিনিশ আছে, তাই আমার জন্য, ছেলের জন্য, মেয়ের জন্য গাদা-গাদা জিনিশপত্র কিনলেন। যদিও কোনওটারই সত্যিকার অর্থে দরকার আছে বলে মনে হচ্ছে না। আমার ক্ষীণ প্রতিবাদ গৃহলক্ষ্মীর প্রবল উৎসাহের তোড়ে ভেসে গেল। আগে সকলের কেনাকাটা হবে তবে ত ওর। কাজেই আমার কোনও আপত্তিই আমলে দিলেন না। কুলির মত একরাশ জিনিশ বয়ে আনি। দোকান থেকে ধুকতে-ধুকতে বেরিয়ে যখন আসি তখন ওর ভ্যানিটি ব্যাগ আর আমার ওয়ালেট দুটোই টনিক শূন্য হয়ে যায়। যখনই টাকা কম পড়েছে তখন আমার পকেট ত ছিলই, এতে যে কার্ড আছে সে-কথা গৃহলক্ষ্মীর বেশ মনে ছিল, কিন্তু এতে খাবল বসানো মানেই আমার পাইপ খাওয়া, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বিক্রুলেন বাঙালি রস্তোরাঁতে ঢোকা– সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে যাওয়া আর কী! এসব কথা তিনি দিব্যি ভুলে গিয়েছিলেন, কারণ ওর মতে এসব নেহাৎ বাজে খরচ। তা সত্ত্বেও বাড়ি ফেরার আগে তুন্দরি রুটি, শিশ খাবাব না-হলেই নয়, এতে বোধহয় নিজেকে নতুন করে তরুণী ও আমাকে কোহার্টের সেই ভালোবাসার মানুষ বলে ওর আবার মনে হল, যে-কারণেই হোক, যতবার এ-বাজারে এসেছি ততবার এর ব্যতিক্রম দেখিনি।

বাজার করে ফেরার পর ভ্রমরের মত গুনগুন করতে থাকেন গৃহলক্ষ্মী, বাড়িশুদ্ধ সকলকে হাঁক-ডাক করে জড়ো করে ফেলেন, আর কার জন্যে কী এনেছেন ঘোষণা করতে-করতে একটি-একটি করে জিনিশপত্র বের করে সমঝাতে শুরু করলেন। সন্ধ্যায় যখন আমার শালার স্ত্রী এসে উপস্থিত তখন একে-একে আবার সব দেখানু হল, কিন্তু শেষ অবধি পৌঁছানোর আগেই তার উৎসাহ স্থিমিত হয়ে এল। নিজেই সখেদে উপলব্ধি করলেন, যেসব বাজার করে এনেছেন, ঊৎকর্ষের বিচারেই হোক আর দামের দিক দিয়েই হোক এগুলো ভাই-বউয়ের কাছে দাঁড়াতে পারছে না। ওর মনে হল সব্বাই ওকে ঠকিয়েছে। দোকানিরা ত বটেই, আমিও বাদ যাইনি। রাতে খাবার-টেবিলে বিড়-বিড় করে বললেন, 'বলিনি? বলিনি তখন? কিন্তু আমার কথা শুনে কে? সবসময় আমাকে দাবিয়ে রাখবে আর নিজের মত চালাবে! নারী হয়ে জন্ম নেওয়াটাই মহাপাপ!' মহিলাজনোচিত যুক্তি। এর জবাব দেব কী? অগত্যা মুখে তালা দেই, কারণ, মুখ খুললেই ত জানি বেরুবে মোক্ষম অস্ত্রটি, কান্নায় ভেসে যাবে বালিশ, চাদর সবকিছু; বহুবারের অভিজ্ঞতায় সেই জিনিশটিকে আমি সবচেয়ে মারাত্মক বলে বিবেচনা করি। অতএব জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর মত মৌনতা অবলম্বন করাই কর্তব্য বলে মনে করি। শোতে যাওয়ার সময় বললেন, 'ক'দিন আগে সেফালির মা যেসব বাজার করে এনেছে আমি তোমায় দেখাইনি? কী করে তুমি জেনেশোনে আমাকে ঠকতে দিলে? একবার বলতে পারতে ত, না, শুধু শুধু দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলে?' যদি কিছু বলতে যাই তবে কী আর রক্ষে আছে! মনে মনে বলতে লাগলাম, আল্লাহ, আল্লাহ। মুখ ফুটে কিছুই না। আমি

বুদ্ধিমানের মত অন্য পথ ধরি। তারপর ভাবি, সময় মত ঠিক-ঠিক কথা বলে ফেলা একরকম আর্ট, যদিও তেমন পাকা আর্টিস্ট এখনও হয়ে উঠতে পারিনি, তবুও সংসারের শান্তির জন্যে হাল ধরতে এগিয়ে চলি, গৃহলক্ষ্মীর কানে-কানে অবলীলায় বলি, 'তোমার মত বাজার কজনে করতে পারে? আর কেনাকাটা? চমৎকার, একেবারে নিখুঁত।' প্রায় এক নিঃশ্বাসে সবটুকু বলে ফেলি। গৃহলক্ষ্মী একটু শান্ত হলেন। আড়চোখে তাকালেন। তারপর বলি, 'সেফালির মার কথা বাদ দাও। ও ত, যা কিছুই তুমি কেন না কেন, সবকিছু নেড়ে-চেড়ে দেখে নাক সিঁটকাবেই। কারণ, ও বোঝাতে চায় ওসব সস্তা, আর ওসবের চেয়ে কত ভালো বাজার করতে ও পারে। আসলে হিংসে, বুঝলে হিংসে। তোমার ভাই সেফালির মাকে এমন যত্ন করে বাজারে নিয়ে যায় কখনও? রেস্তোরাঁয় খাওয়ায়?' আমি বেপরোয়াভাবে বোঝাতে থাকি নরম হয়ে আসা গৃহলক্ষ্মীকে। কী ভীষণ বাজার করেন তিনি। কী অদ্ভুত সব জিনিশপত্র কেনেন। আর মনের অবচেতনে ভেবে চলি আবার কবে ওর বাজার করার শখ জেগে উঠবে। আর এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আবার করতে হবে।